ঝিনাইদহে আবাবা এ্যাপসের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, গ্রেফতার ২

ঝিনাইদহে আবাবা এ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইনে প্রতারণা করে অর্থ আত্মসাৎ চক্রের ২ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার রাতে সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

গ্রেফতারকৃতরা হলো সদর উপজেলার রামনগর গ্রামের ইয়াহিয়া মুন্সীর ছেলে তাবিবুর রহমান (৩০) ও ডেফলবাড়িয়া গ্রামের সবুজ হোসেনের স্ত্রী সমাপ্তি খাতুন (২৩)।

বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান প্রেস ব্রিফিং করে জানান, ডিজিটাল জালিয়াতি চক্রের সদস্যরা আবাবা এ্যাপসের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা করছে এমন খবরে তদন্ত শুরু করলে। তদন্তে সত্যতা পাওয়ায় সদরের ভেন্নাতলা এলাকা থেকে তাবিবুর রহমান ও পরে রামনগর এলাকা থেকে সমাপ্তি খাতুন নামের দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ৬ জনকে আসামী করে সদর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

চক্রটি ওই এ্যাপসের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিয়ে দ্বিগুন টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আসছিল। এই চক্রের বাকি সদস্যরা কম্বোডিয়ায় বসে এটি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশারসহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল’র সদস্যরা।

ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধ না করায় ৮ নারী জেলে

মেহেরপুরে সৃজনী ফাউন্ডেশন নামের একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারায় দরিদ্র ৮ নারীকে যেতে হলো জেল হাজতে। এসব নারীদের নামে এনজিও “সৃজনী ফাউন্ডেশনের” দায়ের করা মামলায় আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানাজারি করে।

আদালতের পরোয়ানা পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ গতকাল বুধবার সকালের দিকে আমদহ গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের হেলাল উদ্দীনের স্ত্রী ছবি খাতুন, আশাদুল হকের স্ত্রী তোকিয়ারা খাতুন, রবিউল ইসলামের স্ত্রী সাথিয়ারা খাতুন, মো: লিটন মিয়ার স্ত্রী ফারজিনা খাতুন, আসাদুল ইসলামের স্ত্রী নুরজাহান খাতুন, আনারুল ইসলামের স্ত্রী সাবুন্নারা খাতুন, মোসাররফ হোসেনের স্ত্রী আনোয়ারা খাতুন ও ফরমান আলীর স্ত্রী সাহিদা খাতুন।

সৃজনী ফাউন্ডেশনের পক্ষে মেহেরপুর শাখার তৎকালিন ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান বাদী হয়ে মেহেরপুর কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং সিআর ৫১৬/২২। এই মামলায় এসব অসহায় গ্রামীণ নারীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।
বর্তমান শাখা ব্যবস্থাপক শাজাহান কবীর বলেন, সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে জবা মহিলা সমিতি নামের ওই সংগঠণে মোট ৪০ জন সদস্য রয়েছে। এসব সদস্যের মধ্যে ছবি খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন ৪০ হাজার টাকা। এখনো তার কাছে সমিতি পাবে ৯ হাজার টাকা, তোকিয়ারা খাতুন সমিতির কাছ থেকে ৪৬ হাজার টাকা ঋণ নেন। সেও ৪০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছেন। এখনো বাকী রয়েছে ৬ হাজার টাকা। নুরজাহান খাতুনও ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছে ১০ হাজার টাকা। তার কাছে পাওয়া যাবে ৪০ হাজার টাকা। সাথিয়ারা খাতুন ১৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন মাত্র ৩ হাজার টাকা। ফারজিনা খাতুন ৪৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন ২৮ হাজার টাকা, সাবুন্নারা খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিলেও পরিশোধ করেছেন ১৬ হাজার টাকা, আনোয়ারা খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পেরিশোধ করেছেন ৫ হাজার টাকা ও সাহিদা খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন ৪০ হাজার টাকা।আমদহ জবা মহিলা সমিতির এই ৮ জন

সদস্য ঋণের কিস্তি পুরো পরিশোধ না করায় তাদের নামে আদালতে মামলা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো জানান, সৃজনী ফাউন্ডেশনের মেহেরপুর শাখার আওতায় মোট ৪০টি সমিতির প্রায় ৪০০ সদস্য রয়েছে। গ্রামের এই সমিতিগুলোর মধ্যে ২৭ জন সদস্য বিভিন্ন সময়ে ঋণ তুলে পরিশোধ করতে না পারায় তাদের নামে সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের পরামর্শে আদালতে মামলা দেওয়া হয়েছে।এদিকে আমদহ গ্রামের এই ৮ নারী আটক হওয়ার পর সৃজনী ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন এলাকার সমিতির খেলাপি অসহায় নারীরা সমিতির কার্যালয়ে এসে ভীড় জমিয়েছেন।

রাজাপুর গ্রামের মহসিন আলীর স্ত্রী মোমিনা খাতুন ও আমিনুল ইসলামের স্ত্রী আলেয়া খাতুন বলেন, আমরা ঋণ নিয়ে করোনার কারণে ঠিকমত কিস্তি দিতে পারিনি। আজকে আমদহ গ্রামের ৮ নারীকে হাজতে পাঠানোর পর থেকে সমিতির সদস্যদের মধ্যে আতংক তৈরী হয়েছে। তাই সমিতির অফিসে মিটমাট করতে এসেছি।

নিয়ম কানুন মেনে ঋণ দেওয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আলিফ খান বলেন, যাদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে তারা ৫ থেকে ৬ বছর আগে ঋণ নিয়ে কিস্তি পরিশোধ করেনি। মামলার আগে ঋণ আদায়ের জন্য তাদের সাথে সব ধরনের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তারা লোন পরিশোধ না করে আমার কর্মিদের সাথে অসাদাচারণ করেছে। এজন্য তাদের নামে মামলা করতে বাধ্য হয়েছি।

তবে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে হাজতে যাওয়া নারীদের স্বজনরা জানান, ঋণের অধিকাংশ কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। বিগত দিনে করোনার কারনে আমাদের কিস্তি দিতে পারিনি। আমরা একটু স্বচ্ছল হয়ে কিস্তি পরিশোধ করার কথা বলা হলেও তারা আমাদের নামে মামলা করেছে। সরকার যখন সমাজে নারীদের উন্নয়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে, এমন সময় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা “সৃজনী ফাউন্ডেশনের” অমানবিক কার্যকলাপে বিস্মিত সুশীল সমাজের নাগরিকগণ।

জেলা সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন যাদের দ্বারা সামান্য ঋণের দায়ে অসহায় নারীদের মামলার জালে ফেলে জেলে যেতে হয়। তাদের দ্বারা নারীদের সামাজিক উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। বিষয়টিকে হাস্যকর আখ্যা দিয়ে সৃজনী বাংলাদেশ এনজিওকে বয়কটের আহবান জানান তিনি। এই এনজিও দ্বারা কিভাবে গ্রামীণ নারীদের উন্নয়ন সম্ভব সে প্রশ্নও তুলে

সৈয়দ জাকির হোসেন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

করমদি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক এএসএম সায়েম পল্টু বলেন, দারিদ্রতার চক্র থেকে বেরিয়ে স্বাবলম্বী হতে অনেকেই এনজিওগুলো থেকে ঋণ নেন। কিন্তু দেখা যায় ঋণের কিস্তি শোধ করতে আবার অন্য একটি এনজিওর ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছেন তারা। সেই ঋণের জাল থেকে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়না।এক সময় তাদের ভিটেমাটিও বিক্রি করতে দেখা যায়। অনেকেই ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েও গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনজিও সমিতির একজন নেতা বলেন সরকারের এমআরএ নিয়মনীতি মেনে ঋণ দেওয়া উচিৎ। হয়তো ওই এনজিওর সাথে গ্রাহকদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে মামলা করেছে। তবে, কোনো গরীব নারীদের হয়রানি না করে বিষয়টি অন্যভাবে সুরাহা হওয়া উচিৎ ছিল। তিনি বলেন, আমার এনজিও’র অনেক গ্রাহক খেলাপি রয়েছে। আমি এসব অসহায় গরীব নারীদের নামে মামলা করে হয়রানি করিনি। এটা এনজিও গুলোর উদ্দ্যেশ্য নয়। এনজিওগুলোর উদ্দ্যেশ্য পিছিয়ে পড়া অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করা।

ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়কারী ফজলুর রহমান বলেন, ক্ষুদ্র ঋণ খেলাপিদের মামলা দিয়ে হয়রানি না করে তাগাদার মাধ্যমে আদায় করা হয়। আমাদের কর্মীদের সে ধরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুর রশিদ বলেন, এনজিওগুলো যেন গরিবের রক্ত শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক এনজিও সঠিক নিয়মকানুন অনুসরণ করে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এনজিওগুলো কাগজে-কলমে ১০ শতাংশ সুদের কথা বললেও ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিচ্ছে। তারা অসহায় দরিদ্র মানুষকে স্বাবলম্বী করার নামে আরও দরিদ্র করছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ জন সাজাপ্রাপ্তসহ ১১ আসামি

গ্রেফতার

ভিন্ন ভিন্ন মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত ৫ জন পলাতক আসামিসহ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১১ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতভর ও আজ বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব অভিযান চালান পুলিশের পৃথক টিম।

বিভিন্ন মেয়াদের সাজাপ্রাপ্তরা গ্রেফতারকৃতরা হলেন, চেক ডিজঅনার মামলার আসামি সদর উপজেলার পুরাতন দরবেশপুর গ্রামের মকছেদ আলীর ছেলে আবু তালেব। একই উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের দায়ের করা মামলা যার নং সিআর ৫৯১/১৭। মামলায় ১ বছরের কারাদন্ড ও ৩০ লাখ টাকা জরিমানা করেন আদালত। মাদক মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক (মামলা নং জিআর ৫৫/১৪) আসামি নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার মরিচপাশা গ্রামের বাকা সর্দারের ছেলে রাকিব, মাদক মামলায় (মামলা নং জিআর ৩৬৮/১৫) ১ বছরের অপর সাজাপ্রাপ্ত আসামি পিরোজপুর গ্রামের ছহির উদ্দীনের ছেলে কালু বিশ্বাস, ২ বছর ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি (মামলা নং এসটিসি ১২৬/১৬)গাংনী উপজেলার শিশিরপাড়া গ্রামের সমসের আলীর ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে মতি এবং জিআর ৮৩০/১২ মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি একই উপজেলার করমদি গ্রামের সিরাজ উদ্দীনের ছেলে সাহাবুল ইসলাম।

এদিকে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সেসন মামলা ১১/২০ এর আসামি গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের সামসুদ্দীনের ছেলে মোস্তাক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন মামলা যার নং ৩২৭/২২ মামলার আসামি কাজিপুর গ্রামের জালাল উদ্দীনের মেয়ে তাসমিমা খাতুন ও স্ত্রী নাইমা বেগম, গাংনী থানার মামলা নং ০৯, তারিখ ০৯/০৯/২০২২ মামলার আসামি গাংনী উপজেলার ফতাইপুর গ্রামের বাহারুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন, জিআর ৩২৫/২২ মামলার আসামি মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের আরশেদ আলীর ছেলে সুমন আলী, জিআর ৩৩/২২ মামলার আসামি সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের সামসুল হুদার ছেলে জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার রাফিউল ইসলামের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত

কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের বিভিন্ন টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

আজ বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এসময় গাঁজা ও একটি গাঁজার গাছ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৪ ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

রবিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ সোমবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। এসময় ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ২

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতের পৃথক সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে গ্রেফতার করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের টিম অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৬ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামি রয়েছে।

শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৪ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার করে। এছাড়া মুজিবনগর

থানা পুলিশ ১ আসামি ও সদর থানা পুলিশ ১ আসামি গ্রেফতার করেছে। ২৪ ঘন্টায় মোট ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অঅব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে পাঁচকেজি গাঁজাসহ আটক ১

সোহরাব হোসেন (৩৮) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে পাঁচ কেজি গাঁজা।

আজ শুক্রবার দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুরের গাংনীর ভবানীপুর ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম তাকে হাড়াভাঙ্গা কাদের মোল্লা মোড় থেকে আটক করে। সোহরাব হোসেন গাংনী উপজেলার রামনগরের মোস্তফার ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, একজন মমাদক কারবারী সীমান্ত এলাকা থেকে গাঁজা নিয়ে হাড়াভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে আসছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান এসআই জহির ও সঙ্গীয় ফোর্স। এসময় সোহরাব হোসেনের কাছে রাখা একটি ব্যাগে তল্লাশী চালিয়ে পাঁচ কেজি গাঁজা পাওয়া গেলে তাকে আটক করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের সাপেক্ষে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়।

মুজিবনগরে পর্ণোগ্রাফী ও ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি সম্রাট গ্রেফতার

মুজিবনগরে পর্ণোগ্রাফী ও নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় সম্রাট আলী (১৯) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে থানা পুলিশ। সম্রাট আলী মুজিবনগর উপজেলার বাবুপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার আবরুল ইসলামের ছেলে।

গত বুধবার (৭সেপ্টেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে আবরুল ইসলামের বাড়িতে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। মুজিবনগর উপজেলার বাবুপুর গ্রামের নবম শ্রেনীতে পড়ুয়া এক স্কুল ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভনে তুলে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েকদিন যাবৎ ধর্ষণ শেষে নগ্ন ভিডিও ধারণ করে ইমু ও ম্যাসেঞ্জার ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ ছড়ানোর অপরাধে ওই ছাত্রী একটি মামলা করেন। ধারা ৮(১), ৮(২) ৮(৩) ২০২০ সালের পর্ণোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইন তৎসহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৭/৯(১) ধারায় মামলাটি করা হয়। যার মামলা নং ৪, তারিখ ০৭-০৯-২০২২ ইং। মামলার প্রধান আসামি একই গ্রামের আবরুল ইসলামের ছেলে সম্রাট আলী ও দ্বিতীয় আসামি তার বন্ধু মো: লালুর ছেলে মকলেস (২০)।

মামলার বাদী ওই ভিকটিম তার এজাহারে অভিযোগ করেন, প্রধান আসামি সম্রাট আলী আমার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে গত জুন মাসের ২ তারিখে মহাজনপুর থেকে আমাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গার বাজারের কাছে একটি বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে পুর্বপরিকল্পিতভাবে কাগজে সই করিয়ে নেই। এবং বলে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর আমি তাকে নিয়ে আমার বাবার বাড়ি চলে আসি। বাবার বাড়িতে সে তিন দিন যাপন করে। এসময় স্বামী স্ত্রী হিসেব আমরা শারীরিক মেলাশা করি। এরপর সে চলে যায়। প্রায় তিন মাস আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেই।

এরপর আবারো গত ১৫ আগষ্ট আমার সাথে যোগাযোগ করে। আমি তাকে নিয়ে মহাজনপুর গ্রামে আমার খালু বনমালি’র বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে রাত্রি যাপন করি। সে রাতে আমার সাথে মেলামেশা করেন। এক পর্যায়ে সে অসৎ উদ্দেশ্যে আমাকে বিবস্ত্র করে তার মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করে। ওই দিন চলে আসলেও পরবর্তিতে চলতি মাসের ২ তারিখে প্রতিবেশীরা জানায় সম্রাট তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমার নগ্ন ভিডিও ম্যাসেঞ্জার ও ইমুর মাধ্যমে বিভিন্ন ম্যাসেঞ্জার ও ইমু গ্রুপে ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে কলঙ্কিত করেছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, ভিকটিমের লিখিত অভিযোগ যাচাই বাছাই করে তদন্ত করে মামলাটি নথিভূক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামি সম্রাটকে গ্রেফতার করে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাকি আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। এছাড়া ভিকটিমকে উদ্ধার করে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেফতার ও যে মোবাইল ফোন থেকে ভিডিও ধারণ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েছে সেই ডিভাইচটি জব্দ করে ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা সবাই আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার আসামি। তারা পলাতক ছিলো। আদালতের পরোয়ানা পেয়ে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে সদর থানা পুলিশ।

সদর থানার ভারপ্রোপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম বুধবার দিবাগত রাত থেকে বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ২ বছরের সাজাপ্রাপ্তসহ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৭ জন মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলায় ১ জন এবং মুজিবনগর থানা পুলিশ পর্ণোগ্রাফী মামলার ১ আসামি গ্রেফতার করেছে।এসময় ১১৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মাংস বিক্রেতা ভোদড়কে আটক করে কারাগারে পাঠালেন বিচারক

এবার রোগাক্রান্ত ছাগলের মাংস বিক্রি করার অভিযোগে মেহেরপুর শহরের মাংস বিক্রেতাকে ভোদড়কে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে দুপুরের দিকে মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক এস,এম শরিয়ত উল্লাহ তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মাংস বিক্রেতা ভোদড় মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার আব্দুল মান্নানের ছেলে।

এর আগে বেলা ১১ টার দিকে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদের নেতৃত্বে শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাংসের বাজারে অভিযান চালানো হয়। মাংস বিক্রেতা ভোদড় একটি অসুস্থ ছাগলের মাংশ বিক্রি করছিলেন। এসময় তার কাছ থেকে বেশকিছু অসুস্থ্য ছাগলের মাংস উদ্ধার করা হয়।

এই অপরাধে মাংস বিক্রেতা ভোদড়কে আটক করে মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নেওয়া হয়।

বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক এস,এম শরিয়ত উল্লাহ ভোদড়কে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ সময় সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।